উত্তর সম্পাদকীয় ২

দক্ষিণ কোরিয়া ও জার্মানি পথ দেখাচ্ছে

ডা. টি. জেকব জন, যিনি ভারতের অগ্রগণ্য সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, বলেছেন— করোনা মোকাবিলায় চিনের থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা নিজেরাই হয়তো জানে না এই সংক্রমণ মোকাবিলার পদ্ধতি।

রাজশ্রী চট্টোপাধ্যায়

'কোভিড-১৯' বিশ্বে এমন এক করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যার পরিণতিতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এইরকম পরিস্থিতি গত ১০০ বছর আগে সমগ্র বিশ্বে ঘটেছিল, ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল নাগাদ।

প্রায় ৫০ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে এবং পাঁচ কোটির বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ঠিক ১০০ বছর আগে চিকিৎসা বিজ্ঞান আজকের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। ফলে চিকিৎসা ও আরোগ্য উভয়েরই পরিস্থিতি ছিল সংকটজনক। কিন্তু, আজ যখন বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য গৌরববোধ করে, সেই সময় মানুষের এই অসহায়তা স্বপ্নের অতীত। বলা হচ্ছে, এই ভাইরাস এশিয়ার বৃহত্তম আর্থিক পরিকাঠামোর দেশ চিন থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। চিনে ৮১,৪৭০-এরও বেশি লোক আক্রান্ত। মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৩৩০৪ জনের।

উন্নত ও ধনী দেশগুলি ব্যর্থ করোনাভাইরাসের মোকাবিলায়। (এ লেখা যখন লিখছি) আমেরিকায় আক্রান্ত এক লক্ষ ৪৫ হাজারেরও বেশি। মৃত্যু হয়েছে ২৬০০-রও বেশি মানুষের। ইতালি ও স্পেনে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গিয়েছে। ইতালিতে মারা গিয়েছে ১০,৭৭৯ জনেরও বেশি, স্পেনে ৭,৩৪০ জন, জার্মানিতে ৫৬০ জন, ফ্রান্সে ২৬০৬ জন, ব্রিটেনে ১,৪১৫ জন। বিভিন্ন দেশে এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে ক্রমশ।

এশিয়ার জাপানে আক্রান্ত প্রায় ১৮৬৬, থাইল্যান্ডে ১৫২৪ ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯৬৬১ জন। জাপানে মৃত্যুর সংখ্যা ৫৩, দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় ১৫৮, থাইল্যান্ডে ন' জন। ভারতে এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত প্রায় ১৩০৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। সমগ্র বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ১৩৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষের।

করোনায় আক্রান্ত প্রতিটি দেশ 'লকডাউন' ও 'সোশ্যাল ডিসটেন্সিং' চালু করেছে। ইতালি, স্পেন ও আমেরিকা প্রথমে বিষয়টি লঘু করে দেখার ফলে পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং ওই তিনটি দেশে মৃত্যুর সংখ্যা তাই খুবই বেশি।

প্রত্যেকটি দেশের সরকার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে করোনা-প্রতিরোধে ও মানুষের জীবনরক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো প্রকল্প ঘোষণা করেছে। বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক পরিকাঠামো ও অন্যতম ধনী দেশ আমেরিকা দুই ট্রিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে দেশের কর্মচ্যুত মানুষের জন্য, আমেরিকার অন্তর্গত রাজ্যগুলির জন্য, শিল্পের মধ্যে যেগুলি এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বসেছে— তার জন্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য।

ইউরোপের কোনও কোনও দেশে করোনা মোকাবিলার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিও পাওয়া যাচ্ছে না এখন। এমনকী, করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ভেন্টিলেটর মেশিনও অপ্রতুল। বিশ্বের উন্নত দেশগুলি যদি তাদের নাগরিকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনবহুল দেশ ভারত, বা বাংলাদেশ কীভাবে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে?

আমেরিকার সেনেটর মিট রোমনি ২০১৯ সালে বলেছিলেন, চিন একবিংশ শতকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে, কিন্তু তার জন্য তারা যে-পথে অগ্রসর হয়েছে, তা হল: অর্থনৈতিক আগ্রাসন ও অনৈতিকতা। চিন তাদের দেশে বিনিয়োগের দরজা খুলে দিয়েছিল বিগত শতাব্দীতে এবং বর্তমানে বিশ্বের 'দ্বিতীয় সর্বোচ্চ' বিনিয়োগের দেশ হওয়ায় বহু বিদেশি চিনে যাতায়াত করে। চিনা নাগরিকরাও অন্য দেশে যায়। চিনা নাগরিকদের একটা বিপুল সংখ্যক বিদেশে বসবাস করে শিক্ষা বা কর্মের প্রয়োজনে। করোনাভাইরাস বিশ্বে এত ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ চিনা নাগরিকদের সঙ্গে অন্য দেশের নাগরিকদের যোগাযোগ। সেইসঙ্গে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সঙ্গে অন্য দেশের সংযোগ। চিনে স্বৈরাচারী, একদলীয় শাসনব্যবস্থা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, তা যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়। বিশ্বজুড়ে সংক্রমণ হয়তো রোধ করা যেত, যদি চিন বিষয়টি প্রায় দু'মাস গোপন না করত এবং চিন ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করত।

অর্থনীতিবিদ ও দেশের রাষ্ট্রনায়করা আজ দ্বিধাবিভক্ত। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন বিশ্বজুড়ে 'লকডাউন' এক চরম আর্থিক সংকট ডেকে এনেছে। এই 'লকডাউন' যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বের উন্নয়নের হার ঋণাত্মক হবে শীঘ্রই। 'আইএমএফ' ঘোষণা করেছে সমগ্র বিশ্বে 'মন্দা' শুরু হয়ে গিয়েছে। যার প্রভাব উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ব্যাপকভাবে পড়বে। আর, রাষ্ট্রনায়করা দেশের নাগরিকদের জীবন বাঁচানো প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করছেন। তাঁরা জানেন 'লকডাউন'-এর প্রভাব কতখানি, তবু তাঁরা চান না করোনাভাইরাস বাড়ুক, আর তার থেকে পরিত্রাণের উপায় 'লকডাউন' ও 'সোশ্যাল আইসোলেশন'। কিন্তু প্রশ্ন হল, জীবন আগে না জীবিকা আগে? এবং এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া নিতান্তই কঠিন।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং অধ্যাপক ড. জয়তী ঘোষ জানিয়েছেন, "ভারতে 'কালো টাকা' বাতিলের জন্য দেশের অর্থনীতিতে যে আঘাত এসেছিল, লকডাউনের পরিণতি তার থেকে অনেক খারাপ।" এই সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় রফতানি করার ব্যাপক সুযোগ ছিল। কিন্তু সব ধরনের উৎপাদন বন্ধ হওয়ার জন্য ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রভাব পড়েছে অপরিসীম। ড. ঘোষ আরও বলেছেন যে, কৃষকদের অবস্থা শোচনীয়, কারণ অধিকাংশ বাজার বন্ধ। উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর গুরুতর আঘাত নেমে এসেছে। দেশের মোট কর্মচারীর শতকরা ৪০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। উৎপাদন বন্ধ হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতি হবে, তাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা ভারতের নেই। তিনি এই সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও বিক্রি যাতে বন্ধ না হয় তা সতর্কতার সঙ্গে দেখতে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় ও মজুতদারি বন্ধ করার কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, যাঁরা দিনমজুর তাঁদের জন্য সরকার যেন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তা সুনিশ্চিত করা উচিত।

করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ভারতে। মৃত্যুও হচ্ছে। কিন্তু আশার কথা, সাধ্যমতো ব্যবস্থা নেওয়ায় এখনও বিষয়টি হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। সব থেকে বড় সমস্যা, কিছু মানুষের সচেতনতার তীব্র অভাব। যার পরিণতি খুবই খারাপ।

এই প্রসঙ্গে ডা. টি. জেকব জন, যিনি ভারতের অগ্রগণ্য সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ, বলেছেন— ভারত ঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু মন্থর গতিতে। ভারতের যুদ্ধকালীন তৎপরতার অভাব। তিনি মনে করেন, করোনা মোকাবিলায় চিনের থেকে কোনও শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা নিজেরাই হয়তো জানে না এই সংক্রমণ মোকাবিলার পদ্ধতি। এবং এ-ও সম্ভব যে, এই সংক্রমণ চিনে কী পর্যায়ে আছে, তা তারা ঠিক করে জানাচ্ছে না। এই বিষয়ে তাঁর উপদেশ হল দক্ষিণ কোরিয়া ও জার্মানির পথ অবলম্বন করা। এই দু'টি দেশ সংক্রমিত ব্যক্তিদের 'চিহ্নিত' করেছে অতি দ্রুত। কী ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত সেই উদ্যোগও গ্রহণ করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ডিসইনফেকশান্ট স্প্রে করার দৃশ্য

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন 'লকডাউন' যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বের উন্নয়নের হার ঋণাত্মক হবে শীঘ্রই। আর, রাষ্ট্রনায়করা দেশের নাগরিকদের জীবন বাঁচানো প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করছেন। তাঁরা জানেন 'লকডাউন'-এর প্রভাব কতখানি, তবু চান না করোনাভাইরাস বাড়ুক।

(মতামত নিজস্ব)
লেখক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট

Copyright © 2020 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved